গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য

পুনর্বাসন পুস্তিকা

ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক পুস্তিকা

ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প
এপ্রিল, ২০২৪

প্রকাশনায়:
ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়:
খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)
৮৮, সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
(পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত এনজিও)

সূচিপত্র

১. প্রকল্পের পটভূমি.. ৬

২. প্রকল্পের পরিচিতি ৬

৩. ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব.. ৭

৪. প্রতিকার.. ৭

৫. পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি...................................... ৭

৬. প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণের জন্য কাট-অফ ডেট নির্ধারণ................ ৭

৭. অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় প্রাপ্যতার বিবরণ (Entitlement Matrix)... ৭

৮. ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ১৩

৯. টাইটেল হোল্ডারদের/বৈধ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি............... ১৩

৯.১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সব কাগজপত্র দাখিল করতে হয়... ১৪

১০. নন-টাইটেল হোল্ডারদের/সামাজিক স্বীকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান......... ১৫

১১. পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটি.................................. ১৬

১১.১ পুনর্বাসন নিরুপণ এবং মূল্যায়ন কমিটি (RAVC):................................... ১৬

১১.২ অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি):.. ১৭

১২. জেলা প্রশাসকের প্রদান করা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা....... ১৮

১৩. পুনর্বাসন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা... ১৯

১৪. জিআরসি কমিটি সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা...................... ১৯

Glossary of Terms (শব্দ কোষ)

প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (Project Affected Persons): প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন ব্যক্তি যেমন: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ফার্ম (Firm) বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের ১) জীবন যাত্রার মান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২) অধিকার বা টাইটেল হোল্ডারদের যে কোন বাড়ির জমি (আবাসিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, বন অথবা চারণ ভূমিসহ অন্যান্য), জল সম্পদ অথবা যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৩) ব্যবসা, পেশা, কাজের স্থান বা বাসস্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত /স্থানচ্যুত হয় এমন ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, একক প্রতিষ্ঠান বা যৌথ প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (PAP) হিসাবে বিবেচিত হয়।

সহায়তা (Assistance): সহায়তা বলতে আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও পুনঃস্থাপন/পুনর্বাসন/নগদ অর্থ সহযোগিতা/ সুবিধা প্রসারিত করা বা সমমূল্যের বস্তু সহায়তাকে বুঝায়।

ক্ষতিপূরণ (Compensation): ক্ষতিপূরণ বলতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের অথবা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের (আইনানুগ বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত) বর্তমান বাজার মূল্যে (CMV) প্রতিস্থাপন মূল্য (RC) নগদ বা সমমূল্যেও বস্তু সহায়তাকে বুঝায় ।

সিসিএল (Cash Compensation under Law): স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (ARIPA-2017) এর আলোকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার দ্বারা অধিগ্রহণকৃত জমি এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন বাড়ী/কাঠামো, গাছ, ফসল, মাছ ইত্যাদির জন্য মূল্যায়ন করা ক্ষতিপূরণকে বুঝায় এবং ডিসি কর্তৃক প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণ।

এনটাইটেলমেন্ট (Entitlement): ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির ধরন এবং ডিগ্রী/প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনঃস্থাপন করার জন্য নগদ বা দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণের সাথে মানানসই/ সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা গুলির পরিসীমা, স্থানান্তর খরচ, আয় পুনরুদ্ধার সহায়তা, স্থানান্তর সহায়তা, আয় প্রতিস্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কারনে ব্যবসা পুনরুদ্ধার সুবিধা।

ইপি (EP): পুনর্বাসন সহায়তার জন্য প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি।

ইপির পরিচয় পত্র (ID Card): প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির ছবিসহ পরিচয় পত্র।

ইসি (Entitlement Card-EC): পুনর্বাসন সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তির সমুদয় ক্ষয়ক্ষতি প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য ।

কাট অব ডেট (Social Cut-off Date): কাট অব ডেট বা প্রান্তিক তারিখ বলতে বুঝায় সেই সময় যে তারিখের পরে পুনর্বাসন সুবিধা/সহায়তা প্রদান বিষয় আর বিবেচনা করা হবে না। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী আইনগত ক্ষতিপূরণ স্বীকৃতির জন্য কাট-অফ ডেট নির্ধারিত হয়। সরকারি জমিতে স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পত্তিগুলির পুনর্বাসন সুবিধা উক্ত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত নয়। ফলে, শুমারি/ জরিপ শুরু হওয়ার তারিখ, প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নন-টাইটেল ধারক, ভাড়াটে এবং মজুরি উপার্জনকারীদের জন্য পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তির সামাজিক কাট-অব ডেট হিসেবে নির্ধারিত।

পুনর্বাসন (Resettlement): ভূমি অধিগ্রহণ বা অধিগ্রহণের ফলে ভূমি অধিগ্রহণের সাথে জড়িত সমস্ত ক্ষতি যেমন, ভুমিতে প্রবেশাধিকার বা ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা, ভূমি/সম্পদ অধিগ্রহণের ক্ষয়ক্ষতি সমাধান করা/আমলে নেয়া।

এওয়ার্ডি (Awardee): প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা সম্পদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জমির মালিকানা নিশ্চিত হওয়ার পরে প্রকল্পের দ্বারা অধিগ্রহণ করা জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। ARIPA-২০১৭ এর আওতায় ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ প্রাপ্তির মাধ্যমে ক্ষতির "যোগ্য এওয়ার্ডইদের" অর্জিত সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement Value): ক্ষতিসমূহ প্রতিস্থাপন করতে বাজার মূল্যে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, অথবা নিকটতম সমতুল্য এবং কোনো সম্পদ তার অবস্থায় প্রতিস্থাপনে লেনদেনের খরচ বা যে কোন পরিত্যক্ত উপাদান ব্যতীত প্রয়োজনীয় নগদ বা দ্রব্যাদির পরিমান।

স্কোয়াটার্স (Squatters): অধিকার বা দাবি ব্যতীত সরকারি মালিকানাধীন জমিতে বসবাস বা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্কোয়াটার্স হিসাবে বিবেচিত।

প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত (Title): বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিরা যারা দখলকৃত বা ব্যবহার করা জমি/কাঠামো/গাছপালা এর আইনত/ আইনী মালিক। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির (ব্যক্তিগত জমি, কাঠামো/গাছ/ব্যক্তিগত জমিতে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি) আইনি মালিক যারা স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অধীনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) পাবেন তারাই প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত।

পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত (Non-Title): বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা আইনত/ আইনী মালিক ব্যতীত জমি ব্যবহার করে। যারা ব্যক্তিগত বা সরকারি জমি অনুমতি, পাস বা অনুমোদন ব্যতীত ব্যবহার করে তারাই পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত।

দুঃস্থ্য পরিবার (Vulnerable Household): বলতে বুঝায় যে পরিবারগুলি ১) অবিবাহিত নারী/নারী প্রধান দ্বারা পরিচালিত নিম্ন আয় এবং নির্ভরশীল সদস্য রয়েছে ২) বয়স্ক/অক্ষম ব্যক্তি প্রধান কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত ৩) দারিদ্র সীমা বা দারিদ্র সীমার নীচের পরিবারগুলো ৪) আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের পরিবার এবং ৫) নিম্নবর্ণের বা নিম্নমর্যাদার সামাজিক গ্রুপের পরিবার।

নির্বাহী সংস্থা EA (Executive Agency): সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়নকারী এনজিও (Implementing NGO): খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)।

১. প্রকল্পের পটভূমি

ময়মনসিংহ বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় সীমান্ত বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এর ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ-ভারত সীমান্ত করিডোরটি আঞ্চলিক এবং স্থানীয় যোগাযোগের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ময়মনসিংহ বিভাগে ভারতীয় সীমান্ত বরাবর ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর গড়ে উঠেছে, যথা: শেরপুর জেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ জেলার গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী স্থলবন্দর, নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর স্থলবন্দর, কুড়িগ্রাম জেলার তুরা স্থলবন্দর এবং জামালপুর জেলার ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর। এই স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে ভারতের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য উক্ত স্থলবন্দরসমূহ থেকে আগত যানবাহনকে ময়মনসিংহ শহরের ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতু হয়ে ময়মনসিংহ শহর অতিক্রম করতে হয়। তাছাড়া বর্তমান সরকার ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার্শ্বে নতুন বিভাগীয় শহর নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলে নতুন বিভাগীয় শহরের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রমশ যানচলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতুটি দুই লেন-বিশিষ্ট যার প্রস্থ ১১ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৪৫৫ মিটার এবং ক্রমাগত বর্ধমান যানবাহনের তুলনায় এই সেতুর ধারণক্ষমতা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে।

২. প্রকল্পের পরিচিতি

০১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB)-এর মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বর্ণিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত পূর্ত কাজের প্রধান অঙ্গসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২০ মিটার দীর্ঘ স্টীল-আর্চ সেতুসহ (Steel Arch Type Bridge) ১,১০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু ৬৭০.৮০মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি সড়ক ওভারপাস নির্মাণ ও ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি রেলওভারপাস নির্মাণ।

খ. ৬.২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের SMVT (Slow Moving Vehicular Traffic) লেনসহ ৪-লেন মহাসড়ক নির্মাণ।

গ. মূলসেতু সংলগ্ন একটি টোলপ্লাজা ও একটি দৃষ্টিনন্দন পর্যটনকেন্দ্র সম্বলিত বিশ্রামাগার (Rest Area) নির্মাণ।

ঘ. প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য স্টীল আর্চ সেতুতে Bridge Health Monitoring System ও সড়কের উভয় পার্শ্বে Utility Duct সংযোজন।

৩. ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব

ক্ষয়ক্ষতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে কিছু ৮১.৫৯৫৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এতে কিছু কৃষি জমি; বসতববাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কিছু মানুষ তাদের ভিটেমাটি, কর্মস্থল থেকে স্থানচ্যুত হবেন।

৪. প্রতিকার

ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রত্যেক পরিবার যারা জমি, অবকাঠামো, গাছপালা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সম্পদ হারাবেন তাদেরকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যমান ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে এশিয়ান ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক উন্নয়ন ব্যাংক (AIIB)এর পুনর্বাসন নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে সরকার একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা বা Resettlement Plan (RP) অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের কারণে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অর্থাৎ আইনী মালিক ও নন-টাইটেল হোল্ডার উভয়কে এই পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে সহায়তা দেয়া হবে যাতে তারা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান এবং জীবন জীবিকার মান উন্নত করতে পারেন।

৫. পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি

- ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement Cost) প্রদান;
- ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক সিসিএল প্রাপ্তির তারিখ থেকে বারো মাসের মধ্যে জমি কিনলে প্রকল্প হতে ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন খরচ পুনর্ভরণ;
- পূর্বের জীবনযাত্রার মান সমপর্যায়ে উন্নয়ন, পূর্বের সমতুল্য উপার্জন সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা আনয়ন বা এগুলো পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান; এবং
- ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের এককালীন সহায়তা ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপনের জন্য কাট-অব ডেট নির্ধারণ

প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের (সওজ) নিয়োজিত এনজিও এর মাধ্যমে শুমারি জরিপ এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে। উক্ত শুমারি জরিপ শুরুর তারিখ অর্থাৎ ৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. সম্পত্তির আইনি মালিক নন অর্থাৎ নন-টাইটেল হোল্ডার হিসাবে প্রকল্পের বিদ্যমান সড়কে বসবাসরত/ব্যবসারত/কর্মরত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ক্ষতিপূরণের আওতায় আনার জন্য যথাযথভাবে "কাট-অব ডেট" ঘোষণা করা হয়।

৭. অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় প্রাপ্যতার বিবরণ (Entitlement Matrix)

অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় "প্রাপ্যতা ছক/ এনটাইটেলমেন্ট মেট্রিক্স" এ অন্তর্ভূক্ত সুবিধা সমূহ নিম্নের ছকে দেওয়া হল:

ছক- ১

ক্র.	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ	প্রাপ্যতাসমূহ
১	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির সকল শ্রেণীর অধিগ্রহণ	•জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত জমির আইনত/ আইনী মালিক। (টাইটেল হোল্ডার)	• প্রচলিত আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান (যাহা সিসিএল নামে পরিচিত) • সিসিএল ও RAVC দ্বারা নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্য এর পার্থক্য পরিমান মূল্য (যদি প্রতিস্থাপন মূল্য সিসিএল মূল্য হতে বেশী হয়) সওজ এর মাধ্যমে প্রদান। • সিসিএল প্রাপ্তির তারিখ থেকে বারো মাসের মধ্যে বিকল্প জমি ক্রয় করলে প্রতিস্থাপন জমির জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, ট্যাক্স, মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য ফি সওজ কর্তৃক এর প্রকৃত খরচ প্রদান করা হবে। • ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি শতাংশ জমির জন্য স্থানচ্যুতি ভাতা ৩০০ টাকা হারে সওজ কর্তৃক প্রদান করা হবে। • আইনি মালিককে (ইপি) ঘোষিত সময়ের মধ্যে বিদ্যমান জমির সমস্ত উদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারবে।
২	জমির আইনি মালিকের মৌসুমি ফসল/মাছ মজুদের ক্ষতি।	আইনি মালিক/ বর্গাচাষী/ ইজারাদার যাহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত।	• প্রচলিত আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান (যাহা সিসিএল নামে পরিচিত) • মালিকরা ঘোষিত সময়ের মধ্যে ফসল/মাছের মজুদ নিয়ে যেতে পারবে।
৩	জমির মালিকানাবিহীন স্থায়ী মৌসুমি ফসল/মাছ মজুদের ক্ষতি।	RAVC কর্তৃক শনাক্তকৃত সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক/ আইনি মালিকানাবিহীন/ দখলদার।	• RAVC দ্বারা নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্য সওজ কর্তৃক প্রদান করা হবে। • মালিকরা ঘোষিত সময়ের মধ্যে ফসল/মাছের মজুদ নিয়ে যেতে পারবেন।
৪	জমির মালিকানাসহ গাছ/ বর্ষজীবী গাছ এবং RAVC দ্বারা চিহ্নিত সরকারী জমিতে গাছের ক্ষতি।	জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত আইনি মালিক/ RAVC দ্বারা চিহ্নিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক।	• আইনসম্মত মালিকগণকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিসিএল প্রদান। • যাদের জমির মালিকানা নেই তাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত গাছের প্রতিস্থাপন মূল্য RAVC দ্বারা নির্ধারিত করে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ফলের ক্ষতিপূরণ: RAVC দ্বারা চিহ্নিত ফলবান গাছের সিসিএল/প্রতিস্থাপন মূল্য এর ১৫% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • মালিকরা গাছ এবং ফল নিয়ে যেতে পারবে।

ক্র.	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ	প্রাপ্যতাসমূহ
৫	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে অধিগ্রহণ করা আবাসিক, বাণিজ্যিক/শিল্প ও অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি।	জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত আইনি মালিক।	• আইনসম্মত মালিকগণকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিসিএল প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর স্থানান্তর অনুদান: (সিসিএল) মূল্য এর ১% সওজ কর্তৃক প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর পুনর্গঠন অনুদান: (সিসিএল) মূল্যের ২% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঘোষিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নিয়ে যেতে পারবে।
৬	জমির মালিকানাবিহীন আবাসিক, বাণিজ্যিক/শিল্প এবং অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি।	RAVC দ্বারা চিহ্নিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক/ নন-টাইটেল হোল্ডার	• ক্ষতিগ্রস্ত অকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য RAVC দ্বারা নির্ধারিত করে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর স্থানান্তর অনুদান: অকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য এর ১% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • অবকাঠামো পুনর্গঠন অনুদান: অকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য এর ২% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সওজ কর্তৃক ঘোষিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো বিনামূল্যে নিয়ে যেতে পারবে। • RAVC দ্বারা চিহ্নিত প্রতারণামূলক ক্ষতিপূরণ বা সুবিধা পাওয়ার অভিপ্রায়ে নির্মিত অবকাঠামো বা দখল ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না। • দখলদার বা স্কোয়াটারদের ক্ষতিপূরণ RAVC কর্তৃক চূড়ান্ত হবে। • সওজ/সরকারি জমিতে অননুমোদিত সাইনবোর্ড ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না।
৭	আইনগত মালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (সিপিআর) অবকাঠামোর ক্ষতি।	জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত আইনি মালিক	• আ্যাইনসম্মত মালিকগণকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিসিএল প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর স্থানান্তর অনুদান: সিসিএল মূল্যের ১% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • অবকাঠামো পুনর্গঠন অনুদান: সিসিএল মূল্যের ২% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান।

ক্র.	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ	প্রাপ্যতাসমূহ
			• বিশেষ অনুদান : সিসিএল মূল্যের ৭% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ঘোষিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নিয়ে যেতে পারবে। অথবা উপরে বর্ণিত প্রাপ্যতার পরিবর্তে- সিপিআর এর নিবন্ধিত কমিটির সাথে পরামর্শ করে সওজ উক্ত কমিটি কর্তৃক বন্দোবস্ত করা জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ করবে।
৮	সরকারী জমিতে বা জমির মালিকানাবিহীন ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (সিপিআর) অবকাঠামোর ক্ষতি।	RAVC কর্তৃক শনাক্তকৃত আইনি মালিকানাবিহীন/ সামাজিকভাবে স্বীকৃত সিপিআর।	• ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য RAVC দ্বারা নির্ধারিত করে সওজ কর্তৃক প্রদান। • ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর স্থানান্তর অনুদান: প্রতিস্থাপন মূল্য এর ১% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • অবকাঠামোর পুনর্গঠন অনুদান: প্রতিস্থাপন মূল্য এর ২% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • বিশেষ অনুদান: RAVC দ্বারা নির্ধারিত অকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্যের ৭% হারে সওজ কর্তৃক প্রদান। • সিপিআর কমিটি অবকাঠামো পূণ:নির্মানের জন্য বিকল্প জমির ব্যবস্থা করবেন। • ঘোষিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অকাঠামো নিয়ে যেতে পারবে। • RAVC দ্বারা চিহ্নিত প্রতারণামূলক ক্ষতিপূরণ বা সুবিধা পাওয়ার অভিপ্রায়ে নির্মিত অকাঠামো বা দখল ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না।
৯	ইউটিলিটি সংযোগের ক্ষতি	জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত আইনি মালিক / RAVC দ্বারা চিহ্নিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক।	• সওজ ইউটিলিটি পুনঃসংযোগের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের আলোকে অনুদান প্রদান করবে।
১০	ব্যবসার ক্ষতি	জেলা প্রশাসক দ্বারা চিহ্নিত আইনি মালিক অথবা RAVC দ্বারা চিহ্নিত	• প্রতিটি ছোট আকারের ব্যবসার জন্য ক্ষতিপুরন হিসেবে ২০,০০০ টাকা নগদ অনুদান। ট্রেড লাইসেন্স থাক বা না থাক

ক্র.	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ	প্রাপ্যতাসমূহ
		সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক/ আইনি মালিকানাবিহীন/ স্কোয়াটার/ দখলদার।	টাইটেল এবং নন-টাইটেল উভয়ের জন্য উক্ত অনুদান প্রযোজ্য হবে । • যাদের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এবং হালনাগাদ BIN (ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর) সনদ পত্র রয়েছে তারা ৮০,০০০ টাকা হারে নগদ অনুদান পাবে। • যাদের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ BIN (ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর) সনদ পত্র ট্যাক্স প্রদানের সনদ পত্র ও রিটার্ন প্রদানের যথাযথ প্রমানক রয়েছে তারা ১,৫০,০০০ টাকা হারে নগদ অনুদান পাবে।
১১	অবকাঠামো ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতি (আবাসিক এবং বাণিজ্যিক)।	RAVC কর্তৃক শনাক্তকৃত ভাড়া দেওয়া অকাঠামোর মালিক।	• ৫০০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ২ মাস এর ভাড়া সহায়তা। • অবকঠোমোর মলিক ও ভাড়াটিয়ার বৈধ কাগজপত্র/চুক্তি থাকা আবশ্যক।
১২	স্থানান্তর/ক্ষতি (আবাসিক ও বাণিজ্যিক)।	RAVC কর্তৃক চিহ্নিত ভাড়াটিয়া (আবাসিক এবং বাণিজ্যিক)।	• ৫০০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ২ মাস এর ভাড়া সহায়তা। • অবকঠোমোর মলিক ও ভাড়াটিয়ার বৈধ কাগজপত্র/চুক্তি থাকা আবশ্যক।
১৩	ব্যক্তিগত/সামাজিক (কমিউনিটি) বা সরকারী জমিতে অবস্থিত কবরের/শ্মশানের স্থানান্তরের জন্য ক্ষতি।	• জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত আইনি মালিক। • RAVC দ্বারা চিহ্নিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	• সামাজিক কবরস্থান/ শ্মশান এ অবস্থিত প্রতিটি কবর বা শ্মশাণ বাবদ ৫০,০০০ সওজ কর্তৃক প্রদান । • ৩০,০০০ টাকা হারে প্রতিটি পারিবারিক কবর এর জন্য সওজ কর্তৃক প্রদান করবে । • মাজারের স্থানান্তর ও সমাধিকরণের ক্ষতিপূরণ সহায়তা RAVC কর্তৃক নির্ধারন করে সওজ কর্তৃক প্রদান।
১৪	মালিক বা নিয়োগকর্তা ব্যতীত মজুরি উপার্জনকারী/ শ্রমিক/ মজুরের আয়ের ক্ষতি।	RAVC কর্তৃক চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায় নিয়োজিত মজুরি উপার্জনকারী/ শ্রমিক/মজুর।	• সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা X হিসাবে ৩০ দিনের জন্য ১৮,০০০/- টাকা এককালীন সওজ কর্তৃক প্রদান। • আংশিক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে RAVC সিদ্ধান্ত নেবেন। • কমপক্ষে ৬ মাস যাবৎ চাকুরীতে নিয়োজিত থাকতে হবে।
১৫	নলকূপের ক্ষতি।	• জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত আইনি মালিক। • নন-টাইটেল হোল্ডার যারা প্রকল্প সীমানা বা	• জেলা প্রশাসক দ্বারা টাইটেল হোল্ডারদেরকে সিসিএল প্রদান। • RAVC দ্বারা নন-টাইটেল হোল্ডারদের প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ ও সওজ কর্তৃক

ক্র.	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ	প্রাপ্যতাসমূহ
		RoW-এর মধ্যে স্থাপন করা টিউব-ওয়েলের মালিক এবং RAVC কর্তৃক চিহ্নিত।	প্রদান। • মালিকগণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ নিয়ে যেতে পারবেন।
১৬	টয়লেটের ক্ষতি	• জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত আইনি মালিক। • RAVC কর্তৃক চিহ্নিত প্রকল্প সীমানা বা RoW-এর মধ্যে স্থাপন করা টয়লেটের মালিক (নন-টাইটেল হোল্ডার)।	• জেলা প্রশাসক দ্বারা টাইটেল হোল্ডারদেরকে সিসিএল প্রদান। • RAVC দ্বারা নন-টাইটেল হোল্ডারদের প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ ও সওজ কর্তৃক প্রদান। • মালিকগণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত উদ্ধারযোগ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে পারবেন।
১৭	ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র পুরুষ প্রধান পরিবারের জন্য সহায়তা অনুদান।	২০২২ এর বিবিএস এর দারিদ্র সীমা অনুসারে RAVC কর্তৃক চিহ্নিত পুরুষ প্রধান ভালনারেবল টাইটেল / নন-টাইটেল পরিবার।	• ১০,০০০ টাকা পরিবার প্রতি এককালীন অনুদান। সওজ কর্তৃক প্রদান।
১৮	ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র নারী প্রধান পরিবারের জন্য সহায়তা অনুদান।	২০২২ এর বিবিএস এর দারিদ্র সীমা অনুসারে RAVC কর্তৃক চিহ্নিত নারী প্রধান ভালনারেবল টাইটেল / নন-টাইটেল পরিবার।	• ১৫,০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র পরিবার প্রতি এককালীন অনুদান । সওজ কর্তৃক প্রদান।
১৯	আয় ও জীবিকার ক্ষতি।	২০২২ এর বিবিএস এর দারিদ্র সীমা অনুসারে RAVC দ্বারা চিহ্নিত টাইটেল এবং নন-টাইটেল ঝুঁকিপূর্ণ বা ভালনারেবল পরিবার।	• প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র বা ভালনারেবল পরিবার থেকে একজন সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। • ১৫,০০০ টাকা হারে প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ বা ভালনারেবল পরিবার থেকে একজন প্রশিক্ষিত সদস্যকে এককালীন অনুদান। সওজ কর্তৃক প্রদান।
২০	নির্মাণের সময় অস্থায়ী ক্ষতির প্রভাব।	নির্মাণাধীন সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ব্যক্তি/সমাজ।	• ঠিকাদার উপরোক্ত প্রাপ্যতাসমূহ অনুসরণ করে অবকাঠামো বা জমির উপর ক্ষতির প্রভাব বহন করবে।
২১	অপ্রত্যাশিত বিরূপ প্রভাব।	নির্মাণ/পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ব্যক্তি/ সমাজ।	• ক্ষতির প্রকারের উপর নির্ভর করে ক্ষতিপূরণ/ভাতা/অনুদান/সহায়তা অনুমোদিত সুরক্ষা নীতি এবং এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সের নীতি অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে প্রাপ্যতা সুপারিশ করা হবে।

৮. ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান পদ্ধতি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে ভূমি এবং সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা, শস্যাদি এবং অবকাঠামো ব্যতীত সম্পদসমূহ) প্রকল্পের স্বার্থে অধিগ্রহণ করা হবে এবং তাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে RAVC এর মত আইনগতভাবে তৈরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রতিস্থাপন মূল্যে (RC) ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সম্পদের, আয়ের ও জীবিকার মূল্য নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতিমালায় পুনর্বাসনকৃত পরিবারের জন্য, বিশেষ করে দুঃস্থ পরিবারের জন্য, পুনর্বাসন সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা হবে আয় এবং কর্মদিবসের পুনঃস্থাপন ও প্রতিস্থাপন।

৯. টাইটেল হোল্ডারদের/বৈধ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি

টাইটেল হোল্ডার অর্থ হল যিনি আইনত জমির মালিক। যে জমিতে অবকাঠামো, গাছ এবং ফসলগুলিও তার মালিকানাধীন। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক অফিস দ্বারা তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। ভুমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১. মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেকর্ডকৃত মালিকগণকে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী ৪ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান করা হয়।

২. জেলা প্রশাসক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ৪ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদানের পর ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির যৌথ তদন্ত পরিচালনা করা।

৩. এরপরে, ৭ ধারার অধীনে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জেলা প্রশাসক কর্তৃক নোটিশ প্রদান করা হয়।

৪. যৌথ তদন্তের তথ্যবলী অনুযায়ী জেলা প্রশাসক সরকারি নিয়মানুযায়ী মূল্যায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারনে গণপূর্ত বিভাগ, ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মূল্য নির্ধারনে বনবিভাগ এবং শস্যের ধরনসহ মূল্য নির্ধারনে কৃষি বিভাগকে চিঠি লিখবে।

৫. সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্টার অফিস থেকে ৪ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদানের তারিখের পূর্বের ১২ মাসের জমি বা অনুরূপ বিবরনীর রেকর্ডকৃত মূল্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক সংগ্রহ।

৬. গণপূর্ত বিভাগ, বনবিভাগ ও কৃষি বিভাগের মূল্যতালিকা প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক খরচের হিসাব প্রস্তুত করে ১২০ দিনের মধ্যে তহবিল স্থানান্তরের জন্য প্রত্যাশী সংস্থার কাছে পাঠাবে।

৭. ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক রেকর্ডকৃত মালিকের নামের তালিকা/এওয়ার্ড প্রস্তুতকরণ;

৮. তহবিল প্রাপ্তির পরে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৮ ধারার অধীনে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সিসিএল গ্রহণের জন্য নোটিশ প্রদান করা;

৯. সম্পত্তির রেকর্ড অব রাইটস স্থাপনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে হালনাগাদকৃত কর রসিদ, ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে ঘোষণাপত্র, ছবি ইত্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় উপস্থাপন করতে নোটিশ করা হয়;

১০. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মানদন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন: প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নথি পাওয়া গেলে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক অফিসে বা মাঠ পর্যায়ে পূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের নগদ সহায়তা (সিসিএল) প্রদান;

১১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সিসিএল প্রাপ্তির সময়ে চিহ্নিত করবে;

১২. ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমি, অবকাঠামো, গাছপালা এবং শস্য সম্পদের আইনত মালিক ক্ষতিপূরণ পাবেন;

১৩. ভূমি অধিগ্রহণ অফিস থেকে সিসিএল প্রাপ্তির পর যোগ্য ব্যক্তি (ইপি) তার নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সিসিএল জমা দিবেন;

১৪. সংশোধিত সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্যে সিসিএল-এর এক কপি আই-এনজিও (সিসিডিবি) অফিসে জমা দিবে;

১৫. আই-এনজিও (সিসিডিবি) সিসিএল হোল্ডারের জন্য আইডি নম্বর তৈরি করবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ইপি ও এনটাইটেলমেন্ট কার্ড (ইসি) তৈরি করবে;

১৬. আই-এনজিও ইপিদের ছবিসহ আইডি কার্ড প্রস্তত করবে;

১৭. আইডি কার্ড যৌথভাবে সওজ ও আইএনজিও এর প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং ছবি সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য কর্তৃক সত্যায়িত করা হবে।

১৮. আইএনজিও পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ইনডেন্ট প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির নথি ও প্রাপ্যতার কার্ড (এনটাইটেলমেন্ট কার্ড বা ইসি) এবং প্রয়োজনীয় কাজগপত্র সহ সওজ এর কাছে জমা দিবে;

১৯. আইএনজিও এর সহযোগীতায় সওজ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে একাউন্ট পেয়ী চেক বিতরণ করবে।

২০. আইএনজিও অর্থ প্রদানের রেকর্ড/ডকুমেন্টগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৯.১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপুরণ পাওয়ার জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সব কাগজপত্র দাখিল করতে হয়

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সব কাগজপত্র দাখিল করতে হয় তার বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৮ ধারা অনুসারে প্রদত্ত নোটিশের ফটোকপি।
(খ) আবেদনকারী ও তার প্রতিনিধির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
(গ) আবেদনকারীর সত্যায়িত ছবি।
(ঘ) সংশ্লিষ্ট সব খতিয়ানের (সিএস/এসএ/ আরএস/বিএস) সার্টিফাইড কপির ফটোকপি।
(ঙ) খারিজ খতিয়ানের মূল্য সার্টিফাইড কপির ফটোকপি ও ডিসিআর এর ফটোকপি।
(চ) হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলার কপির ফটোকপি।

(ছ) ওয়ারিশ/ মৃত্যু সনদপত্র (অনধিক তিন মাসের মধ্যে ইস্যুকরা মূল কপি) ।

(জ) ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দেয়া জাতীয়তা সনদ (মূল কপি) ।

(ঝ) সব দলিল/বায়া দলিলের মূল সার্টিফাইড কপি/ফটোকপি।

(ঞ) বণ্টননামা।

(ট) আবেদনকারী নিজে আবেদন না করলে, তার প্রতিনিধিকে প্রদত্ত আইনানুগ ক্ষমতাপত্রের মূল কপি।

(ঠ) দেওয়ানী মোকদ্দমা আরজির কপি এবং আদালতের রায়/ আদেশ/ডিক্রির সার্টিফাইড কপি।

(ড) অর্পিত/পরিত্যক্ত/ওয়াকফ্ সম্পত্তির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল/ জেলা কমিটি/ প্রশাসকের অবমুক্তি সনদ/অনাপত্তি পত্রের ফটোকপি।

(ঢ) অবকাঠামো নির্মাণ / মালিকানা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (মূল কপি) ।

(ণ) অবকাঠামো নির্মাণ/ মালিকানা সংক্রান্ত ছবিসহ না-দাবি পত্র (৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির সত্যায়িত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (মূল কপি) ।

(ত) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং সার্টিফিকেট/ ট্যাক্স প্রদানের রশিদের ফটোকপি।

(থ) উপযোগিতা বিল (গ্যাস/পানি/বিদ্যুৎ) এর ফটোকপি।

(দ) ট্রেড লাইসেন্স/ব্যবসার লাইসেন্স এর ফটোকপি।

(ধ) BIN (ব্যবসায়িক সনাক্তকরণ নম্বর) ও আয়কর প্রদানের সর্বশেষ বছরের সার্টিফিকেটের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ন) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারার নোটিশ জারির পর রেজিস্ট্রেশন হলে জেলা প্রশাসকের অনুমতির ফটোকপি।

(প) ছবিসহ অঙ্গীকারনামা (৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির সত্যায়িত।

(ফ) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণপত্র।

১০. নন-টাইটেল হোল্ডারদের/সামাজিক স্বীকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান :

নন টাইটেলধারী বলতে বুঝায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ওপর বৈধ মালিকানা নাই কিন্তু সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং IOL এর উপর জরিপ, সামাজিক জরিপ অথবা যৌথ তদন্ত জরিপে তালিকাভুক্ত। স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ তে এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন বিধান নেই। AIIB এর পুনর্বাসন নীতিতে এই ধরনের আইনী অধিকার ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্তদের ধর্তব্যে নেয়ার পরামর্শ রয়েছে। RAVC দ্বারা পরিচালিত যৌথ জরিপের মাধ্যমে আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করবে এবং পরবর্তীতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে-

১. ইপিদের নাম্বার ভিত্তিতে আইএনজিও সকল ইপির স্বতন্ত্র পরিচয় নাম্বার/ আইডি নাম্বার তৈরি করবে;
২. আইডি কার্ড/ পরিচয় পত্র প্রস্তুতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ;
৩. আইএনজিও প্রত্যেক নিজস্ব ইপির জন্য আইডি নাম্বার ও ছবি সহ আইডি কার্ড তৈরি করবে;
৪. আইডি কার্ড যৌথভাবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ ও আইএনজিও এর প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং ছবি সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য কর্তৃক সত্যায়িত করা হবে;
৫. আই-এনজিও (সিসিডিবি) ইপির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালু করতে সাহায্য করবে;

৬. বাড়ীর ভাড়াটিয়া অথবা বানিজ্যিক প্রাঙ্গণ এবং কর্মচারীরা তাদের ভাড়া সম্পর্কিত ও অবকাঠামো মালিক/ নিয়োগকর্তার কাছ থেকে সনাক্তকরণের পক্ষে নথি সংগ্রহ করবে যা সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে;

৭. আইএনজিও ক্ষতির ধরণ ও পরিমানের ভিত্তিতে ইপি ফাইল এবং ইসি ফাইল তৈরি করবে।

৮. আইএনজিও পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ইনডেন্ট প্রস্তুত করবে এবং ইপি/ইসি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সওজ এ জমা প্রদান করবে।

৯. আইএনজিও এর সহযোগীতায় সওজ কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে একাউন্ট পেয়ী চেক বিতরণ করবে।

১০. আইএনজিও অর্থ প্রদানের রেকর্ড/ডকুমেন্টগুলি সংরক্ষণ করবে।

১১. পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটি

১১.১. পুনর্বাসন নিরুপণ এবং মূল্যায়ন কমিটি (RAVC):

আইএনজিও দ্বারা পরিচালিত আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদের পরিমাণ যাচাই এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা, অতিরিক্ত নগদ অনুদান ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে প্রতিস্থাপন মূল্য (RC) নিরুপণের লক্ষ্যে RAVC গঠন করা হয়। পুনর্বাসন নিরুপণ এবং মূল্যায়ন কমিটি (RAVC) এর গঠন প্রণালী হবে নিম্নরূপ:

ছক-২ : পুনর্বাসন নিরুপণ এবং মূল্যায়ন কমিটির কাঠামো

(ক)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সওজ	:	আহবায়ক
(খ)	উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক অথবা প্রকল্প পরিচালকের মনোনীত প্রতিনিধি (ন্যূনতম সহকারী প্রকৌশলী সম-পর্যায়ের)	:	সদস্য
(গ)	জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি (ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অথবা সমপর্যায়ের)।	:	সদস্য
(ঘ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত)	:	সদস্য
(ঙ)	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আইএনজিও	:	সদস্য সচিব

RAVC কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও (সিসিডিবি) কর্তৃক জরিপের মাধ্যমে বিদ্যমান রাইট অব ওয়ে এবং নতুন অধিগ্রহণের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ সরেজমিনে যাচাইকরণ;

(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে যৌথ জরিপ প্রতিবেদন স্বাক্ষর করে প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ।

(গ) অধিগ্রহণের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে Replacement Cost নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্য তালিকা প্রস্তুতকরণ।

(ঘ) প্রকল্পের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে Replacement Cost নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্য তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) মূল্য তালিকা প্রস্তুতকরণের কাজে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ;

(চ) পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে নিরুপিত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনা ও যাচাইকরণ; এবং

(ছ) উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর নিকট পেশ করণ।

১১.২. অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি):

পুনর্বাসন সুবিধা, ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর ও অন্যান্য অভিযোগ যা আদালতে আইনি মামলার অধীনে সুরাহা করা যাবে না, সেই সব অভিযোগ নিরসনের জন্য অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievance Redress Committee বা GRC) কাজ করবে। জিআরসি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত:

ছক-৩ : মাঠ পর্যায়ের জিআরসির কাঠামো

(ক)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সওজ	:	আহবায়ক
(খ)	উপ- প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সওজ	:	সদস্য
(গ)	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আইএনজিও	:	সদস্য সচিব
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (যেমন মেয়র/ কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারাম্যান/ ইউপি সদস্য)	:	সদস্য
(ঙ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি/ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার নারী প্রতিনিধি।	:	সদস্য

মাঠ পর্যায়ের জিআরসি এর কার্যপরিধি:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন সম্পর্কিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নালিশ ও শুনানি গ্রহণ;

(খ) বাংলাদেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী অধিগ্রহণকৃত বৈধ সম্পত্তির মালিকানা ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত অভিযোগ এবং আদালতে বিচারাধীন যে কোন বিষয় কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদান করণ;

(গ) কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর নিকট পেশ করণ।

মাঠ পর্যায়ের জিআরসি কর্তৃক নালিশ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি:

(ক) কমিটি নালিশ প্রাপ্তির একুশ (২১) দিনের মধ্যে শুনানি গ্রহণ করবে।
(খ) জিআরসির সভার জন্য কমপক্ষে তিন (৩) সদস্য কোরাম গঠন করবে।
(গ) জিআরসি-র সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতকরণ, তাতে ব্যর্থ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
(ঘ) নালিশ সংক্রান্ত যাবতীয় দলীলাদির রেকর্ড ও সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করণ।

ছক-৪ : প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসির কাঠামো

(ক)	প্রকল্প পরিচালক, সওজ	:	আহবায়ক
(খ)	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন বিভাগ), সওজ / প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
(গ)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সওজ	:	সদস্য
(ঘ)	সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সওজ	:	সদস্য
(ঙ)	টিম লিডার, আইএনজিও	:	সদস্য সচিব

প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি এর কার্যপরিধি:

(ক) মাঠ পর্যায়ের জিআরসি এর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল পর্যালোচনা করণ।
(খ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর নিকট পেশ করণ।

আপিল নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি:

(ক) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মাঠ পর্যায়ের জিআরসি এর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি (সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি) উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি এর কাছে আপিল করতে পারবেন।
(খ) প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি আপিল পর্যালোচনা করবে আপিল প্রাপ্তির ৩ সপ্তাহের (২১ দিন) মধ্যে সিদ্ধান্ত দেবে এবং এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।
(গ) জিআরসির সভার জন্য কমপক্ষে তিন (৩) সদস্য কোরাম গঠন করবে।
(ঘ) সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১২. জেলা প্রশাসকের প্রদান করা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

➢ এল.এ. শাখা, ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
ফোন নং :- +৮৮০২৯৯৬৬-৬৫৭১৪

১৩. পুনর্বাসন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

ছক-৫ : প্রকল্পে নিয়োজিত আইএনজিও

নাম ও পদবী	অঞ্চল/কর্ম এলাকা	যোগাযোগ
মো: আতিকুর রহমান খান টিম লিডার	প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়	টিম লিডার, সিসিডিবি- এম কে বি (আর এইচ ডি) , ৮৮, সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর ১০, ঢাকা- ১২১৬। মোবাইল নং:-০১৭১১৩৯৪৯৬২ সিসিডিবি- এম কে বি (আর এইচ ডি) , মধুবন আবাসিক এলাকা বাসা নং-৯০/4, বা, কৃ,বি রোড, বলাশপুর, ময়মনসিংহ।
বাহাউদ্দিন চৌধুরী ডেপুটি টিম লিডার	আঞ্চলিক কার্যালয়	সিসিডিবি- এম কে বি (আর এইচ ডি), মধুবন আবাসিক এলাকা বাসা নং-৯০/4, বা, কৃ,বি রোড, বলাশপুর, ময়মনসিংহ। মোবাইল নং:- ০১৭৫৮২৪৯৬১৯
মোঃ ফরহাদ হোসেন	আঞ্চলিক কার্যালয়	এরিয়া ম্যানেজার, সিসিডিবি- এম কে বি (আর এইচ ডি) মধুবন আবাসিক এলাকা বাসা নং-৯০/4, বা, কৃ,বি রোড, বলাশপুর, ময়মনসিংহ। মোবাইল নং- ০১৭২৮৩১৪১৩৭।

ছক-৬ : প্রকল্প কর্তৃপক্ষ (সওজ)

প্রকল্প কর্মকর্তা	টেলিফোন নম্বর
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ), সওজ	০১৩২১১৬৮৫৮৮
উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (উঃবিঃপ্রঃ), সওজ	০১৩২১১৬৮৫৮৯
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সওজ	০১৩২১১৬৮৫৮৭

১৪. জিআরসি কমিটি সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা

লেভেল	বিভিন্ন লেভেলে জিআরসির আহ্বায়কবৃন্দ
প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি	প্রকল্প পরিচালক, সওজ, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পার্ট-০২, লেভেল-০২, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা ও আহবায়ক, প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি।
মাঠ পর্যায়ের জিআরসি	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ), সওজ, ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পার্ট-০২, লেভেল-০২, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা ও আহবায়ক মাঠ পর্যায়ের জিআরসি ।

বিঃদ্রঃ এই পুনর্বাসন পুস্তিকা ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত এই ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক পুস্তিকা এবং ইংরেজি ভাষায় অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনার মধ্যে দ্বৈততা উদ্ভুত হলে ইংরেজি ভাষায় অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি প্রাধান্য পাবে।

সমাপ্ত

কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ
ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত
অংশীজন সভা